এক নজরে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আন্দোলন

১৯৮৩

বাংলাদেশ প্রেস কমিশন তথ্য/মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য পৃথক আইনের সুপারিশ করে।

'৮০ ও '৯০-র দশক জুড়ে

সুশীল সমাজ জনগণের তথ্য অধিকারকে আইনি ভিত্তি দেয়ার দাবী অব্যাহত রাখে।

২০০২

আইন কমিশন 'তথ্য অধিকার আইন' সংক্রান্ত একটি ওয়ার্কিং পেপার প্রণয়ন করে।

২০০৩

আইন কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইনের খসড়া সরকারের কাছে পেশ করা হয়।

২০০৫

জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে তথ্য অধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

২০০৬

সেপ্টেম্বর: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও টিআইবি-র যৌথ উদ্যোগে 'তথ্য অধিকার দিবস' পালন।

'গোলটেবিল বৈঠকে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া আলোচিত।

২০০৭

তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন উপদেষ্টার কাছে উপস্থাপন।

সেপ্টেম্বর: 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' পালন করে ৬টি প্রতিষ্ঠান- টিআইবি, এমজেএফ, বিএনএনআরসি, আসক, এমএমসি এবং ডিনেট।

ডিসেম্বর: তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক অধ্যাদেশ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন পাসের ঘোষণা এবং তথ্য মন্ত্রণালয়কে আইন প্রণয়নের নির্দেশ। তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়া রচনা এবং চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন।

জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে তাই জনঅবহিতকরণ কর্মসূচী, গণসচেতনতামূলক মেলা, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ভূমিকা অনস্বীকার্য...

তথ্য অধিকার ফোরামের এক জরীপে (২০১২) দেখা যায়-

৪৪%

তথ্য ব্যবহারকারীই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিতনন

এবং

৮৮%

আবেদনকারীই নির্দিষ্ট ফরমে তথ্যের জন্য আবেদন করেন না

জনসচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তথ্য কমিশনে বাড়ছে অভিযোগের সংখ্যা...

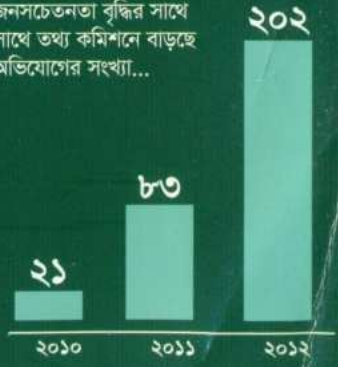

বিঃদ্রঃ অনেক সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলছে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আন্দোলন। এই অসম্পূর্ণ চিত্রে তার সম্পূর্ণ প্রতিফলন এবং সকল প্রতিষ্ঠানের অবদান বা কর্মসূচী তুলে ধরা সম্ভব নয়। এখানে কতিপয় উদাহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হয়েছে মাত্র।

এক নজরে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আন্দোলন

২০০৮

মার্চ: আইনের খসড়ার উপর আলোচনার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের সেমিনার আয়োজন।

২১ আগস্ট: 'তথ্য অধিকার ফোরাম' গঠিত।

সেপ্টেম্বর: তথ্য অধিকার ফোরামের ব্যানারে 'তথ্য অধিকার দিবস' পালিত।

২০ অক্টোবর: তথ্য অধিকার অধ্যাদেশে উপদেষ্টামণ্ডলী ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন।

২০০৯

মার্চ: ৯ম সংসদের প্রথম অধিবেশনে তথ্য অধিকার আইন পাস।

২১-২২ জুন: তথ্য অধিকার ফোরামের আয়োজনে 'তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নঃ আইন, প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক' শিরোনামে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

তথ্য কমিশন

১ জুলাই: বাংলাদেশ তথ্য কমিশন গঠন।

২০১০

১১ নভেম্বর: সরকার কর্তৃক সাধারণ মানুষের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে দেশব্যাপী ৪৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু।

৩০ ডিসেম্বর: তথ্য কমিশনে সর্বপ্রথম অভিযোগ গৃহীত।

২০১১

১৫ ফেব্রুয়ারি: তথ্য কমিশনে সর্বপ্রথম শুনানী এবং রায় প্রকাশ

সেপ্টেম্বর: তথ্য অধিকার দিবসে 'তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা' শিরোনামে ফোরামের প্রতিবেদন প্রকাশ।

হাইকোর্টে তথ্য কমিশনের ৩৪/২০১১ নং অভিযোগের রায়ের প্রেক্ষিতে প্রথম রিট পিটিশন দায়ের এবং হাইকোর্ট কর্তৃক খারিজ।

৩টি মন্ত্রণালয়ের তথ্য উন্মোচন নীতি প্রণয়ন।

২০১২

১০ মার্চ: মধুপুর, টাংগাইলে সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির ওপর গণশুনানী অনুষ্ঠিত।

সেপ্টেম্বর: তথ্য অধিকার দিবসে সেমিনার, মেলাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।

২০১৩

সেপ্টেম্বর: তথ্য কমিশন, ফোরাম ও বিভিন্ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে যুগপৎ ভাবে তথ্য অধিকার দিবস ২০১৩ উৎযাপন।

তথ্য অধিকার ফোরামের জরীপে আরো দেখা যায় যে-

৮৪% আবেদনকারী সম্পূর্ণ তথ্য পেলেও

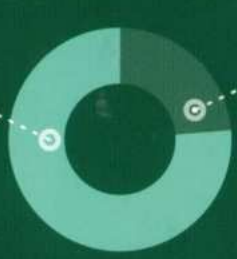

২৬% আবেদনকারী সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন

... এসকল অভিযোগের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন নিয়মিত শুনানির আয়োজন করে থাকে

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একদিকে যেমন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অত্যন্ত জরুরি, অন্যদিকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হলে তথ্যের অবাধ প্রবাহেরও কোন বিকল্প নেই। ফলে তথ্য জানার অধিকার অন্যান্য মৌলিক অধিকারের চাইতে কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই অধিকারকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা নাগরিকের তথ্য জানার অধিকারের পাশাপাশি তথ্যের অবাধ প্রবাহও নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৮৩ সালে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে বাংলাদেশ প্রেস কমিশন। এরপর প্রায় দুই দশক ধরে সুশীল সমাজের অব্যাহত প্রচারণা ও দাবীর প্রেক্ষিতে ২০০২ সালে আইন কমিশন তথ্য অধিকারের ওপর একটি কার্যপত্র প্রকাশ করে এবং ২০০৩ সালে আইনটির একটি খসড়া সরকারের কাছে পেশ করে। পরবর্তীতে, ২০০৭ সালে তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জারির ঘোষণা দিয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়কে আইনটির খসড়া প্রস্তুত করার নির্দেশ দেয়। ইতোমধ্যে ২০০৮ সালে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে 'তথ্য অধিকার ফোরাম' প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর তথ্য মন্ত্রণালয় আইনটির খসড়া জাতীয় পর্যায়ের একটি সেমিনারে প্রকাশ করে এবং তা জনমত গ্রহণের জন্য ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়। আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনমত গ্রহণের প্রয়াসের এটি একটি অনন্য উদাহরণ।

২০শে সেপ্টেম্বর ২০০৮ এ অধ্যাদেশটি উপদেষ্টা পরিষদ এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই, ২৯শে মার্চ ২০০৯-এ, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাশ হয়। আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে তথ্য অধিকার সমুন্নত করার লক্ষ্যে সে বছরই গঠিত হয় 'তথ্য কমিশন'।

সুশাসন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে একটি দুর্নীতিমুক্ত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যকর রাখতে হলে শুধু প্রণয়ন প্রক্রিয়াই নয়, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বাস্তবায়নেও সরকারসহ সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষের কৌশলী ভূমিকার প্রয়োজন। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় হল তথ্যের যোগান, তথ্যের চাহিদা ও তথ্য আদান-প্রদানের অবকাঠামো। এই তিনটি বিষয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ে তথ্য কমিশন ও অন্যান্য বেসরকারি সংগঠনসমূহ নানবিধ প্রকল্প গ্রহণ করে আসছে। তথ্য অধিকার প্রণয়নে স্বেচ্ছাসেবক, গণমাধ্যমকর্মী, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সাধারন জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তথ্য অধিকার ফোরামসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনা করে চলেছে।

তথ্য অধিকারের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্যে তথ্য সরবরাহকারী ব্যক্তি বা সংস্থার যেমন সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনিয়তা আছে, তেমনি তথ্যের চাহিদা ও উপকারিতা অনুধাবনে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিও জরুরি। আর এই সচেতনতা বৃদ্ধির দায়িত্ব সরকারের সাথে সাথে সুশীল সমাজেরও।

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (তৃতীয় তলা), এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭, বাংলাদেশ
www.infocom.gov.bd

তথ্য অধিকার ফোরাম

সচিবালয়: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
বাড়ি- ৪৭, সড়ক-৩৫/এ, গুলশান-২, ঢাকা ১২১২
www.rtiforum.org.bd/

আই আই ডি

৩/১১ হুমায়ুন রোড (৪র্থ তলা)
ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
www.iid.org.bd /iidbd